হুজুগে মাতাল

নিতাই চন্দ্র দাস

সা
প্র
সাগরিকা প্রকাশনী

হুজুগে মাতাল

নিতাই চন্দ্র দাস

প্রকাশকাল

আগস্ট, ২০২৬

প্রকাশক

চাষী এসকে খান

সাগরিকা প্রকাশনী

গাজীপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর, বাংলাদেশ।

মোবাইল : ০১৭৩১-৫৬৪১৬৪, Email: sagorikaprokasoni@gmail.com

বর্ণবিন্যাস

মোঃ জহির উদ্দীন

প্রচ্ছদ

মোঃ জহির উদ্দীন

মুদ্রণে

সাগরিকা প্রিন্টার্স

২৮/১, রূপচাঁদ লেন, ঢাকা- ১১০০

মূল্যঃ ৩০০.০০ টাকা

ISBN: 978-984-29056-0-5

Hujuge Matal Written by Nitai Chandra Das,
Published by **Sagorika Prokashoni**
Gazipur Chowrasta, Gazipur, Bangladesh.

Price: Three Hundred Tk Only.

উৎসর্গ

আমাদের অতি আদরের
বড় কন্যা **নিবেদিতা দাস**
ও
ছোট কন্যা **নবনীতা দাস সুরভি** কে।

ভূমিকা

স্কুল জীবন থেকেই আমার লেখালেখির অভ্যাস ছিল। সমাজে প্রচলিত রম্যকথা ও নীতি উপদেশমুলক গল্প যখন বড়দের মুখে শুনতাম তখন সেই গল্প ও নীতি কথা গুলো আমাকে আকৃষ্ট করত। যেহেতু আমার স্কুল জীবন থেকেই লেখালেখির অভ্যাস ছিল, তাই সেই কাহিনী গুলো শুনে কবিতা আকারে লেখার চেষ্টা করতাম। এই কাব্যগ্রন্থের বেশির ভাগ কবিতা রম্যকথা ও নীতি উপদেশ নিয়ে লেখা। এই কবিতাগুলো বিভিন্ন পোর্টালে প্রকাশিত হলে আমার গুণগ্রাহী সকলেই আমাকে লেখা চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। "হুজুগে মাতাল" কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে যে সকল বন্ধুরা আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেছে, আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এটি আমার প্রকাশিত তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। আশা করি কবিতা গুলো পড়ে পাঠকের ভালো লাগবে। সর্বোপরি পাঠকদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা রইল।

কবি

নিতাই চন্দ্র দাস



কবিতা	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা	কবিতা
হুজুগে মাতাল	৭	৭১	যতো সহজ ততো নয়
অন্য রকম অনুভূতি	১৫	৭৪	আবোল-তাবোল
গোপন কথাটি রবেনা গোপনে	২৩	৭৬	সাতেপাঁচে নাই
মায়ের দৃষ্টি	২৭	৭৭	রূপের মোহ
চলন বাঁকা	৩০	৭৮	বলতে পারি অনেক কিছু
অতো ভালো ভালো নয়	৩২	৭৯	মুখোশের আড়ালে
অতি চালাকের ফল	৩৫	৮১	সত্যের সন্ধানে
ভকর ভকর	৩৮	৮২	সেই দিন কোথায় গেল
অকৃতজ্ঞ	৪১	৮৪	কথার কথা
অতি লোভে মতিভ্রম	৪৫	৮৫	শ্বশুরবাড়ি
স্মৃতির আয়নায়	৫০	৮৬	মোবাইলের কারণে
বিদায়	৫৭	৮৮	তেলে তেলেসমাতি
মুদ্রাদোষ	৬০	৮৯	সবজান্তা
নিষ্ফল অপেক্ষা	৬১	৯০	কথার মিষ্টি
বানরের পিঠা বণ্টন	৬৩	৯১	মোসাহেবি
আসল কুঁইড়ার খোঁজে	৬৭	৯২	বাড়তি খিদে

হুজুগে মাতাল

রাজায় বলে মন্ত্রী ডেকে
নিয়ম জারি এখন থেকে।
ঢোল পিটাও নগরে হাটে
যেন সেথায় কথা রটে।
শুনিলে লোক মরার কথা
ন্যাড়া করবে নিজের মাথা।

একদিন বুড়ি পথের ধারে
বসে কাঁদে বিলাপ করে।
জোরে মারে ললাট বাড়ি
কান্নার সাথে হাত চাপড়ি।

মাতব্বর সেই পথটি দিয়ে
যাচ্ছে একা হাত দুলিয়ে।
পথের মাঝে দেখে চেয়ে
বুড়ি কাঁদে হাত চাপড়িয়ে।
মাতব্বর কয় ওরে বুড়ি
কাঁদিছ কেন এমনি করি।
বুড়ি তখন বলে তারে
আমার অবা গেছে মরে।
অতি কষ্টে পালছি তারে
চলে গেছে আমায় ছেড়ে।
এখন কও কি নিয়ে থাকি
আমায় অবা দিল ফাঁকি।

মাতব্বর কয় ওরে বুড়ি
এ কি করলি হতচ্ছাড়ী।
গিয়ে নরসুন্দর বাড়ি
ন্যাড়া হব তাড়াতাড়ি।

মাতব্বর মুখ মলিন করে
ছুটে নরসুন্দর দ্বারে।
ছুটে একা মেঠো পথে
শীঘ্র করি মাথা মুড়তে।
গিয়ে নরসুন্দর দ্বারে
ডাকে তারে উচ্চ স্বরে।
কোথায় গেলে বন্ধু হরি
ন্যাড়া কর তাড়াতাড়ি।

নরসুন্দর কয় বিস্ময়ে
মাতব্বরের পানে চেয়ে।
ন্যাড়া হতে করছি বারণ
বল মোরে ন্যাড়ার কারণ।
কত সুন্দর কোঁকড়ানো চুল
ন্যাড়াতে হও কেন ব্যাকুল।
তোমার কি হয়েছে অসুখ
চুলের প্রতি দেখাও বিমুখ।

মাতব্বরে বলে তখন
কি যে বলি তোমায় এখন।
আমি যাহা শুনেছি ভাই
তাহা শুনিবার দরকার নাই।

নরসুন্দর বলে ও ভাই
শুনিবার কি অধিকার নাই।
কত গোপন জানাও মোরে
আজি কেন ভাই যাও সরে।
লুকাও যদি ন্যাড়ার কারণ
তোমার সাথে কথা বারণ।

মাতব্বর পড়ে বিপদে
জড়িয়ে যায় কথার ফাঁদে।
যদি না কয় তা মুখফুটে
বন্ধুত্ব যাবে যে টুটে।
অনেক ভেবে বলে তারে
অবা নাকি গেছে মরে।

নরসুন্দর বলে ও ভাই
কেমন কথা শুনালে ছাই।
আমারও যে হবে ন্যাড়া
গতি নাহি এটা ছাড়া।
দুই জন মাথা ন্যাড়া হয়ে
ঘরে ফিরে বিষাদ নিয়ে।

নরসুন্দর একা পরদিন
রাজার বাড়িতে হয় আশিন।
রাজাকে ক্ষৌর কাজের তরে
ছুটিয়া যায় রাজার দ্বারে।
ক্ষৌর কর্ম করিবার কালে
রাজায় তাকায় কৌতুহলে।

দেখে নরসুন্দর ন্যাড়া
মস্তকে ঘন কেশ ছাড়া।
নরসুন্দরকে রাজায় কয়
মাথার চুল কেন খালি রয়।
ন্যাড়ার বেশ কিসের কারণে
পালন কর কার স্মরণে।
হয়েছে কি অসুখ বিসুখ
পালন করিতেছ কোন শোক!

নরসুন্দর বলে তখন
হুজুর কিছু নহে তেমন।
এমনি আমি হইছি ন্যাড়া
কোন কিছুর কারণ ছাড়া।

রাজায় বলে কিছু আছে
গোপন করিছ মোর কাছে।
কাল বিলম্ব নাহি করে
প্রকাশ কর সবিস্তারে।
রাজার কাছে যদি লুকাও
শাস্তির জন্য প্রস্তুতি লও।

নরসুন্দর রাজার বাটে
পড়ে যায় উভয় সঙ্কটে।
নত মাথায় বসে ভাবছে
কি বলা যায় রাজার কাছে।
প্রকাশ হলে মরার কথা
রাজার হইবে ন্যাড়া মাথা।